(৪)

প্রথম আলো

তারিখ AUG. 1 6 2006

পৃষ্ঠা ২২ কলাম ৭

প্রবাস জীবন

ব্রিটেনে উচ্চশিক্ষা ও সহায়ক কর্মসংস্থান

নূর মণি

বিদেশে এসে লেখাপড়া করা যেমন অনেক শিক্ষার্থীর কাছে একটি যথার্থ আকাঙ্ক্ষা হিসেবে পরিগণিত, ঠিক তেমনি বাবা-মাসহ পরিবারের সবার কাছে তা গৌরবের বিষয়ও বটে। এ কারণে যুগ যুগ থেকে অনেক মেধাবী ও সাধারণ ছাত্রছাত্রী বাংলাদেশ থেকে ব্রিটেনে এসে লেখাপড়া করে। পশ্চিমা বিশ্বের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নত শিক্ষালাভ শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থী ব্রিটেনের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় পড়াশোনা করতে আসছে। তাদের অনেকেই পূর্ব লন্ডনের বাঙালি-অধ্যুষিত টাওয়ার হেমলেটস ও নিউহ্যামসহ লন্ডনের অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। পথেঘাটে, দোকানপাটে, ট্রেনে-বাসে তাদের প্রায়ই দেখা যায়। তারা যে অভিবাসী, নতুন প্রজন্মের বাঙালি নয়, ইংরেজি ও বাংলা ভাষার উচ্চারণ, চালচলন ও কাপড়-চোপড়ের নমুনা থেকে তা সহজেই অনুমেয়। যেহেতু আমি নিজে এ এলাকায় বাস করি এবং এলাকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই কিছুটা হলেও তাদের পড়াশোনা ও কাজকর্মের সম্পর্কে আমি অবহিত রয়েছি। অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ ও এলএসসির মতো এত দামি দামি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ তাদের না হলেও উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বাংলাদেশের কিছু শিক্ষার্থীর সাম্প্রতিক সময়ে এ দেশে আগমন সত্যি আনন্দ ও আশার কথা।

বাংলাদেশ থেকে এখানে এসে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া প্রথম দিকে প্রায় সব শিক্ষার্থীর জন্যই বেশ কষ্টকর হয়ে থাকে। বাংলাদেশের জীবনযাপন থেকে এ দেশের জীবনধারা শ্রমসাধ্য হলেও ধীরে ধীরে তা অভ্যাসে পরিণত হয়। ৩০ বা ৪০ বছর আগে বিদেশে লেখাপড়া করা এখনকার চেয়ে বেশি কষ্টসাধ্য ছিল। কারণ তখন প্রবাসী বাঙালিসমাজ এত সুসংগঠিত ছিল না। এখন তুলনামূলকভাবে প্রবাসীরা বেশ ভালো অবস্থানে। শিক্ষার্থীদের জন্য পার্টটাইম কাজ ও বাসস্থান অনেক সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।

এটা অনস্বীকার্য যে কয়েক বছর কষ্ট করে লেখাপড়ার মাধ্যমে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নেওয়া যেকোনো ছাত্রছাত্রীর জন্য জীবনের এক বড় অর্জন। ইচ্ছা থাকলে তা যে-কেউ অর্জন করতে পারে, এতে সন্দেহ নেই। হয়তো এক-দুই বছর বেশি ব্যয় হতে পারে, এই যা পার্থক্য। পড়াশোনা করার ফাঁকে প্রতি সপ্তাহে আইনানুযায়ী ২০ ঘণ্টা কাজ করে যা আয় হয়, তা দিয়ে শিক্ষার্থীদের সাপ্তাহিক খরচ চালিয়ে যেতে হয়। তবে তাদের জন্য কাজের চেয়ে পড়াশোনার প্রাধান্য যে গুরুত্বপূর্ণ, তা বলার প্রয়োজন রাখে না। যেসব বাবা-মা বিত্তবান, তারা দেশ থেকে সন্তানদের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফির যোগান দিয়ে সাহায্য করে থাকেন। যেসব শিক্ষার্থীর দেশ থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার সুযোগ নেই, তারা এখানে এসে প্রথম বছর লেখাপড়া না করে শুধু ফুলটাইম কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে থাকে। বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই সত্যিকার অর্থে পড়াশোনা করতে চায়। কিন্তু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি অত্যধিক হওয়ায় অনেককেই এখানে এসে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় তারা তা অনুধাবন করতে পারে না। ঢাকার প্রতিনিধিরা ব্যবসার মুনাফার খাতিরে এ ব্যাপারে সবকিছু বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকেন। অনেক শিক্ষার্থীর মধ্যে এ দেশের জীবনপ্রণালী সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। তবু তারা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চলে। অন্যদিকে যারা আবার বিবাহিত যুগল হিসেবে এখানে আসে, তাদের একজন পার্টনার পড়াশোনা করে; অপরজন কাজ করে। এতে শিক্ষারত পার্টনারের পড়াশোনার খরচ যোগান দেওয়া সহজ হয়ে থাকে। এভাবে নানা উপায়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের সমস্যার সমাধান করার মাধ্যমে তাদের পড়াশোনায় সফলতা অর্জন করার লক্ষ্যে চেষ্টা করে থাকে, যা অবশ্যই প্রশংসনীয়। নতুন শিক্ষার্থীদের কাছে তারা অনেকেই অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে।

বাঙালিপাড়ায় থাকার সুবাদে এবং আমার একটি বাসায় যেসব ছেলেরা বসবাস করে, তাদের কাছ থেকে তাদের জীবনধারার বিস্তারিত তথ্য ও সত্যিকার চিত্র জানার সুযোগ হয়েছে। সত্যি কথা বলতে, তাদের অনেকেই আমাকে এ বিষয়ে লিখতে অনুরোধ করেছে! তাদের বর্ণনা ও আমার অভিজ্ঞতার আলোকে যে চিত্রটি দেখতে পাই, তা থেকে এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে ব্যয়বহুল ও শ্রমসাধ্য এই পড়াশোনা করার ব্যর্থতা অনেক শিক্ষার্থীকে হতাশাগ্রস্ত করে ফেলে। সপ্তাহে ২০ ঘণ্টা কাজ করার অনুমতি থাকলেও ধীরে ধীরে তা ৪০ বা ততোধিক ঘণ্টায় পরিণত হয়। দেশে লাখ লাখ টাকা খরচ করে এখানে আসার পর এসব শিক্ষার্থীরা রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, সুপার মার্কেট ইত্যাদি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ওয়েটার, স্টোরকিপার ও কাউন্টারে সহায়ক হিসেবে কাজ করে। অর্থ উপার্জনের জন্য যেকোনো আইনসংগত কাজ করতে দুর্নাম নেই। যদিও সাময়িকভাবে উল্লিখিত কাজগুলো করে শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা লাভের খরচ যোগান দেওয়াটা কোনোভাবেই লজ্জাকর বা অন্যায় কাজ নয়। কারণ যথাযথ শিক্ষা লাভ করে যখন দেশে যাবে, তখন তারা আরও উচ্চপদে কাজ করে বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারবে। কিন্তু অনেকে আছে, যারা দেশে এত লেখাপড়া করার পর ব্রিটেনে এসে বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে শিক্ষার্থীর আবরণে এসব কাজকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। এ শ্রেণীর তথাকথিত শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ কোন দিকে ধাবিত হচ্ছে, তা একটি বড় প্রশ্ন। এরা কখনো নতুন শিক্ষার্থীদের কাছে আদর্শ হিসেবে পরিগণিত নয়।

উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী জীবনপ্রণালী আয়ত্ত করার লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই-এই চিরন্তন সত্যটি তাদের মন ও মননে সর্বক্ষণ ধারণ করে রাখা উচিত। এ ধারণা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত জীবনকে সফলতার চরম শিখরে যে নিয়ে যাবে শুধু তা-ই নয়, সেই সঙ্গে দেশ ও জাতিকে আরও সমৃদ্ধিশালী করে তুলতে সাহায্য করবে।

নূর মণি : লন্ডনপ্রবাসী লেখক।